১৩৩

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 07 AUG 1997 ...
পৃষ্ঠা 7 কলাম 4 ......

সমঝোতা চুক্তি ভেঙ্গে যাবার আশংকা

সূর্যসেন হলে ২০ ছাত্রদল কর্মীকে রাখতে হবে

—ছাত্রদল

তারা সমস্যা সৃষ্টিকারী ঃ হল থেকে সরাতে হবে

—ছাত্রলীগ

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন হল সমস্যা সমাধান ও ক্যাম্পাসে শান্তি প্রতিষ্ঠায় স্বাক্ষরিত ছাত্রদল-ছাত্রলীগ সমঝোতা চুক্তি ভেঙ্গে যাচ্ছে। চুক্তি অনুযায়ী সূর্যসেন হলে উঠানো অন্য হলের ২০ জন ছাত্রদল নেতা-কর্মীকে হলে রাখা না রাখাকে কেন্দ্র করে সমঝোতা চুক্তিটি মাত্র এক সপ্তাহের মাথায় ভেস্তে যেতে বসেছে। ছাত্রদল নেতারা বলছেন, চুক্তি অনুযায়ী ঐ ২০ জন ছাত্রদল কর্মীকে সূর্যসেন হলে রাখতে হবে, সূর্যসেন হল পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে অন্যান্য হলে সহাবস্থানের প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে, ক্যাম্পাসের চিহ্নিত, বহিরাগত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করতে হবে। ছাত্রলীগ নেতারা বলেন, সূর্যসেন হলে অবস্থানকারী অন্য হলের ২০ জন ছাত্রদল কর্মী হলে সমস্যা সৃষ্টি করছে, তাদের অবিলম্বে ঐ হল থেকে সরাতে হবে, তাদের বৈধ পরিচয়পত্র পরীক্ষা করে নিজ নিজ হলে উঠিয়ে দিতে হবে, ১০ আগস্টের মধ্যে সকল হলে সকল ছাত্র সংগঠনের বিতাড়িত নেতা-কর্মীদের উঠিয়ে দিতে হবে। ছাত্রদল-ছাত্রলীগের এ পরস্পরবিরোধী দাবীকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাস আবার উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে, কিন্তু দু'পক্ষই নিজ অবস্থানে অনড়। ফলে যে কোন মুহূর্তে ক্যাম্পাসে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের আশংকা দেখা দিয়েছে।

ছাত্রদল-ছাত্রলীগের পরস্পরবিরোধী দাবী নিয়ে দুই সংগঠনের নেতৃবৃন্দ গতকাল পৃথকভাবে ভাইস চ্যান্সেলরের সাথে বৈঠকে মিলিত হন। এ নিয়ে গত মঙ্গলবার রাতে ছাত্র নেতাদের সাথে ভিসির বৈঠক থেকে ছাত্রদল ও গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য নেতারা ওয়াকআউট

১১-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

সূর্যসেন হল প্রথম পৃষ্ঠার পর

করার পর গতকাল বেলা একটায় পুনরায় বৈঠক ডাকা হয়। কিন্তু ছাত্রদল নেতারা জানিয়ে দেন যে, তারা ছাত্রলীগ নেতাদের উপস্থিতিতে কোন বৈঠকে যোগ দেবে না। ছাত্রঐক্য নেতারাও বৈঠকে যাননি। তারা বলেন, সন্ত্রাস-দখলদারিত্ব নিয়ে টালবাহানার সমঝোতা বৈঠকে তারা অংশ নেবে না। দুপুরে ছাত্রলীগ সভাপতি এনামুল হক শামীম, সাধারণ সম্পাদক ইসহাক আলী খান পান্নাসহ ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ ভিসি প্রফেসর এ কে আজাদ চৌধুরীর সাথে বৈঠকে মিলিত হন। তারা ভিসির কাছে ৯ দফা দাবী পেশ করেন। ছাত্রদল সভাপতি শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি ও সাধারণ সম্পাদক হাবিবুন্নবী সোহেলসহ ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ গতরাতে ভিসির সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের বক্তব্য অবহিত করেন।

দুপুরে ছাত্রদল নেতারা ভিসির সাথে সাক্ষাৎ করতে তার অফিসে গিয়ে এক ঘন্টার বেশী অপেক্ষা করে ফিরে যান। ভিসি এসময় ছাত্রলীগ নেতাদের সাথে বৈঠকে ছিলেন। তিনি ছাত্রদল নেতাদের সাথে দেখা না করায় তারা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। পরে ভিসি ছাত্রদল সভাপতির সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করেন এবং সন্ধ্যায় তাদেরকে বৈঠকে বসার আমন্ত্রণ জানান।

এদিকে ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ ভিসিকে বলেন, অন্যান্য হলের ২০ জন ছাত্রদল কর্মী সূর্যসেন হলে কেবলই অবস্থান করার কথা থাকলেও তারা হলে সমস্যা সৃষ্টি করছে, ছাত্রলীগ কর্মীদের কক্ষ ভাংচুর করছে, হুমকি দিচ্ছে। তাই তাদের অবিলম্বে ঐ হল থেকে সরিয়ে নিতে হবে। প্রয়োজনে তাদের পরিচয়পত্র পরীক্ষা করে একদিনের মধ্যে তাদের নিজ নিজ হলে উঠিয়ে দিতে হবে। ছাত্রলীগ নেতারা মঙ্গলবার রাতে প্রভোস্ট স্ট্যাডিং কমিটি কর্তৃক গৃহীত ১০ আগস্টের মধ্যে সকল ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীসহ বিতাড়িত সকল ছাত্রকে নিজ নিজ হলে উঠিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দাবী জানান। অপরদিকে, ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ বলেন, ভিসির মধ্যস্থতায় স্বাক্ষরিত ছাত্রদল-ছাত্রলীগ সমঝোতা চুক্তি অনুযায়ী ছাত্রলীগের দখলকৃত হলগুলো থেকে বিতাড়িত ২০ জন ছাত্রদল কর্মী সূর্যসেন হলে অবস্থান করছে। তারা কোন সমস্যা সৃষ্টি করছে না, তারা কোন কক্ষও ভাংচুর করেনি, আর ৩০২ নং কক্ষ ভাংচুরের ঘটনায় ৩০১নং কক্ষের সামনে অবস্থানকারী পুলিশই দায়ী, তারা কোন ভূমিকা রাখেনি কেন? ছাত্রদল নেতারা বলেন, আগে সূর্যসেন হল পরিস্থিতি ঠিক করুন, তারপর অন্যান্য হলে সহাবস্থানের প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে, এর আগেই ক্যাম্পাসের চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করতে হবে। ভিসি দু'পক্ষকেই বলেছেন, অপর পক্ষের সাথে আলোচনার মাধ্যমে তিনি তার সিদ্ধান্ত জানাবেন। দু'পক্ষই ভিসির কাছে মুজিব-জিয়ার ছবি মোছা প্রসঙ্গে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য রাখেন। ছাত্রলীগ নেতারা ১০ আগস্টের মধ্যে সূর্যসেন হল গেট থেকে শেখ মুজিবুর রহমান ও জিয়াউর রহমানের ছবি মুছে ফেলার দাবী জানান। ছাত্রদল নেতারা বলেন, এই ছবি মুছতে হলে সকল হলেই ছবি মুছতে হবে। কেবল জিয়া হলে জিয়ার এবং মুজিব হলে মুজিবের ছবি থাকবে। ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের এই পরস্পরবিরোধী দাবীর মধ্য দিয়ে মাত্র এক সপ্তাহ আগের সমঝোতা চুক্তি ভেঙ্গে দু'পক্ষ আবার মুখোমুখি হতে চলেছে।